প্রশ্নঃ- সুররিয়ালিজম বা অধিবাস্তববাদ কাকে বলে? সুররিয়ালিজম-এর বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

উত্তর:- সাহিত্যে বাস্তবের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন দেশে যখন আন্দোলন গড়ে উঠছে,রুশ দেশীয় শিল্প-সাহিত্যিকদের হাতে জন্ম নিচ্ছে নতুন শব্দ 'Socialist Realism', তখন তার প্রায় সমকালেই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সংকটের পটভূমিতে ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণ তত্ত্বের ভিত্তির উপর ফ্রান্সে গড়ে উঠলো নতুন আন্দোলন সুররিয়ালিজম বা অধিবাস্তববাদ। যার উদ্ভব ডাডাবাদ-এর গর্ভে।

'Surealiste' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ১৯১৭ তে কবি গ্রীয়ম আপোলোনিয়র,বাস্তবের সীমা অতিক্রম করার প্রয়াস বোঝাতে। যুক্তির অনুশাসনের বাইরে যে এক মগ্নচৈতন্যের অধিবাস্তব জগৎ রয়েছে সেখানে অবগাহন করে তার অতল রহস্যকে যথাযথ ভাবে উদঘাটিত করাই ছিল 'Surealist' আন্দোলনের লক্ষ্য।

সুররিয়ালিজম-এর সংজ্ঞায় বলা যায়- অবচেতন মনের চিন্তাধারাকে সাহিত্যিক যখন প্রতীকের মাধ্যমে বা অন্য কোনো মাধ্যমে সাহিত্যে রূপায়িত করেন,তখন তাকে সুররিয়ালিজম বলে। চেম্বার্সর অভিধানে সুররিয়ালিজমের মূল কথা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- ' drawing upon the sub-consious and escaping the control of reason are any pre-conception'.

<u>সুররিয়ালিজমের বৈশিষ্ট্য</u>: সুররিয়ালিজমের বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ-

১) মানুষের অবচেতন মনে যেসব কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তি বাসা গেড়ে থাকে,বাইরে থেকে সাধারণ দৃষ্টিতে যা দেখা যায় না,সুররিয়ালিজম তাকেই প্রকাশ করে। খুন,ধর্ষণ, সমকামিতার মতো অবদমিত প্রবৃত্তিকে শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করে সুররিয়ালিজম।

২) অবচেতন মনে আদিম প্রবৃত্তিকে প্রকাশ করতে গিয়ে সুররিয়ালিস্টরা অভিনব সব প্রতীক ধর্মিতার সাহায্য নেন। দালি তাঁর রচনায় সাপ,ছাগল,আগুন,মদ ও রুটিকে ব্যবহার করেছেন প্রতীকরূপে। জুতোর প্রতীকে সংকেতিত করেছেন যৌনতাকে। জীবনানন্দের 'ঘোড়া' কবিতায় ঘোড়া যৌবন-প্রদীপ্ত প্রেম ও কামনার প্রতীক হয়েছে।

৩) ফ্রয়েডের স্বপ্ন-তত্ত্ব ছিলো 'পরাবাস্তবতার' মুলাধার। ফ্রয়েডের অনুসরণে সুররিয়ালিস্টরা বললেন যে স্বপ্নে যেমন অর্ধচেতন ও অবচেতনে জগৎ ধরা পড়ে এলোমেলো চিত্র ও কল্পনায়,তেমনি কবিতা ও ছবি যদি প্রকৃত বাস্তবকে প্রকাশ করতে চায় তো তাকেও চেতন মনের যুক্তি-পারম্পর্য নিরপেক্ষ হতে হবে। হতে হবে স্বতঃব্যক্ত রচনা বা autometic writing।

৪) সুররেয়ালিজমে প্রেম,প্রকৃতি,সৌন্দর্য, প্রচলিত মূল্যবোধ বর্জিত হয়েছে;গুরুত্বলাভ করেছে মনস্তত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান। ফলত কবিতা তথা শিল্পের আঙ্গিক ও চেহারা গেছে পাল্টে, ভাষা অগ্রাহ্য করেছে ব্যাকরণ-শৃঙ্খলাকে, শব্দ ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে যুক্তিনির্ভরতার অবসান ঘটানো হয়েছে;অনাবশ্যক হয়ে গেছে কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত পারম্পর্য বা logical sequence।

৫) শুধুমাত্র স্বপ্ন আর বাস্তবতার মিশ্রণ নয়,সুররিয়ালিস্টিকের ধারায় হাস্যরসের সঙ্গে ট্রাজিকের সসংমিশ্রণও দেখা যায়। এই সুররিয়ালিস্টিক পদ্ধতিই চোখে পড়ে এবসার্ডিস্ট নাট্যকার ইওনেস্কোর 'How to get rid of it's নাটকে।

৬) ডাডাবাদ থেকে সুররেয়ালিজমের সৃষ্টি। ডাডাইজম প্রাচীন কৃষ্টি,সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাদের কাছে শাশ্বত, সত্য ও সুন্দর বলে কোনো কিছু হতে পারে না। সুররিয়ালিজম ডাডাবাদের এইসব নিয়ম-নীতিকে গ্রহণ ও গ্রাস করে নতুন পথের অনুসন্ধিৎসু যাত্রী হয়েছে।

প্রবহমান ধ্যান-ধারণার বিপরীতে সুররিয়ালিজমের ধরা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। যার ছাপ পাওয়া যায় পরবর্তীকালের এবসার্ডিস্ট নাট্যাকারদের মধ্যে। প্রচলিত নাটকের ছকে নয়,স্বপ্ন ও বাস্তবের অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটিয়ে

তাদের পূর্বসূরি সুররিয়ালিস্টদের ঐতিহ্যকেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন তারা। এছাড়াও জেমস জয়েস-এর লেখা 'ইউলিসস',ভার্জিনিয়া উলফ-এর 'শ্রীযুক্তা ডোলোয়ে' প্রভৃতি চেতনাপ্রবাহমূলক যে নতুন ধারার জন্ম দিয়েছিলো, তার দূরত্বও সুররিয়ালিস্টিক পদ্ধতির থেকে বেশি দূরে নয়।

--------///////--------////////--------